

এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা, লেখা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বর্ণনা এবং অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ও বাকপদ্ধতি সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ এবং এটা কার্যতঃ وَعَلَّمَ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ আয়াতের তফসীরও।

الثَّمِينُ وَالْقَمَرُ الْحُسَيْنِ আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতে নভোমণ্ডলীয় অবদানসমূহের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বিশু-জগতের গোটা ব্যবস্থাপনা এই দু'টি গ্রহের গতি ও কিরণ-রশ্মির সাথে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে। حَسْبَان শব্দটি কারও কারও মতে ধাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা حساب শব্দের বহুবচন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়। حَسْبَان শব্দটিকে حساب এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ এই হবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমণের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবে উপর সৌর ও চন্দ্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লাখো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয়নি।

وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ الْجَدِيدِ — কাণ্ডবিহীন লতানো গাছকে এবং কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে شجر বলা হয়। অর্থাৎ, সর্বপ্রকার লতা-পাতা ও বৃক্ষ, আল্লাহ তাআলার সামনে সেজদা করে। সেজদা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের লক্ষণ। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা-পাতা, ফল ও ফুলকে যে যে বিশেষ কাজ ও মানুষের উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। এই সৃষ্টিজগত ও বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে সেজদা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।—(কুন্সল-মা'আনী, মায়হারী)।

وَالشَّمَاةُ وَرَقْمًا وَالْمِيزَانَ — رفع ও وضع দু'টি বিপরীত শব্দ। رفع শব্দের অর্থ সমন্বত করা এবং وضع শব্দের নীচে রাখা। আয়াতে প্রথমে আকাশকে সমন্বত করার কথা বলা হয়েছে। স্থানগত উচ্চতা ও মর্যাদাগত উচ্চতা উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আকাশের মর্যাদা পৃথিবীর তুলনায় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী আকাশের বিপরীত গণ্য হয়। সমগ্র কোরআনে এই বৈপরীত্য সহকারেই আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আকাশকে সমন্বত করার কথা বলার পর মীযান স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে, যা আকাশের বিপরীতে আসে না। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এখানেও প্রকৃতপক্ষে আকাশের বিপরীতে পৃথিবীকে আনা হয়েছে। তিন আয়াতের পর বলা হয়েছে وَالْأَرْضَ وَرَقْمًا কাজেই আসলে আকাশ ও পৃথিবীর বৈপরীত্যই ফুটানো হয়েছে। কিন্তু বিশেষ রহস্যের কারণে উভয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি বিষয় অর্থাৎ, মীযান স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় এতে রহস্য এই যে, মীযান স্থাপন এবং পরবর্তী তিন আয়াতে বর্ণিত মীযানকে যথাযথ ব্যবহার করার নির্দেশ, এতদুভয়ের সারমর্ম হচ্ছে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আত্মসাত ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা। এখানে আকাশকে

সমন্বতকরণ ও পৃথিবী স্থাপনের মাঝখানে মীযানের কথা উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবী শান্তি ও ন্যায় এবং ইনসাফের মাধ্যমেই কায়েম থাকতে পারে। নতুবা অনর্থই হবে।

হযরত কাতাদাহ মুজাহিদ, সুদী প্রমুখ 'মীযান' শব্দের তফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। কেননা, মীযান তথা দাঁড়িপাল্লার আসল লক্ষ্য ন্যায় বিচারই। তবে মীযানের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে দাঁড়িপাল্লা। কোন কোন তফসীরবিদ মীযানকে এই অর্থেই নিয়েছেন। এর সারমর্মও পারস্পরিক লেন-দেনে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা। এখানে মীযানের অর্থে এমন যন্ত্র দাখিল আছে, যদ্বারা কোন বস্তুর পরিমাপ নির্ধারণ করা হয়; তা দুই পাল্লাবিশিষ্ট হোক কিংবা কোন আধুনিক পরিমাপযন্ত্র হোক।

الْأَنْظُرُ فِي الْمِيزَانِ এই আয়াতে দাঁড়িপাল্লা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কম-বেশী করে জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত না হও।

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ, ইনসাফ সহকারে ন্যায্য ওজন কায়েম কর। قسط এর শাব্দিক অর্থ ইনসাফ।

وَالْمِيزَانَ وَالْمِيزَانَ বাক্যে যে বিষয়টি ধনাত্মক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে, এই বাক্যে তাই ঋণাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, ওজনে কম দেয়া হারাম।

وَالْأَرْضَ وَرَقْمًا لِلْأَكْمَلِ — ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক প্রাণীকে নাম বলা হয়।— (কামুস)

বায়যাজী বলেন : যার আত্মা আছে, সেই নাম আয়াতে নাম বলে বাহ্যতঃ মানব ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, যাদের আত্মা আছে, তাদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীই শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত। এই সূরায় فَيَأْتِي الْأَرْضَ رَقْمًا বলে তাদেরকে বার বার সম্মোহনও করা হয়েছে।

فَأَكْمَلَهُ - فَيَأْتِي الْأَرْضَ رَقْمًا এমন ফলমূলকে বলা হয়, যা আহারের পর স্বভাবতঃ মুখের স্বাদ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে খাওয়া।

وَالنَّخْلَ ذَاتَ الْأَكْمَامِ - وَالنَّخْلَ ذَاتَ الْأَكْمَامِ শব্দটি কম এর বহুবচন। এর অর্থ সেই বহিরাবরণ, যা খর্জুর ইত্যাদি ফলগুচ্ছের উপরে থাকে।

وَالنَّخْلَ ذَاتَ الْأَكْمَامِ وَالنَّخْلَ ذَاتَ الْأَكْمَامِ এর অর্থ শস্য; যেমন গম, বট, ধান, মাষ, মসুর ইত্যাদি। عَصْفُ সেই খোসাকে বলে, যার ভিতরে আল্লাহর কুদরতে মোড়কবিশিষ্ট অবস্থায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা হয়। এই খোসার আবরণে মোড়কবিশিষ্ট হওয়ার কারণে শস্যের দানা দুর্ঘট আবেহাওয়া ও পোকামাকড় ইত্যাদি থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্যের দানার সাথে 'খোসাবিশিষ্ট' কথাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, তোমরা যে রুটি, ডাল ইত্যাদি প্রত্যহ কয়েকবার আহার কর, এর এক একটি দানাকে সৃষ্টিকর্তা কিরূপ সুকৌশলে মৃত্তিকা ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরপর কিভাবে একে কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখার জন্যে আবরণ দ্বারা আবৃত করেছেন এত কিছুর পরই সেই দানা তোমাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হয়েছে। এর সাথে সম্ভবতঃ আরও একটি অবদানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই খোসা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর খোরাক হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদেরকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত কর।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۖ وَخَقَّ الْجِبَانَ مِنْ
مَارِجٍ مِنْ تَارٍ ۚ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۝ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ
رَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ ۚ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۝ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ
يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُمَا بَيْرُزَّرٌ لَّا يَتَّخِذَانِ ۚ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۝
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْزُ وَالسَّيِّدَاتُ ۚ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۝
وَلَهُ السَّيَّارُ الْمُنشَأُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَاقِ ۚ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ
تَكْفُرُونَ ۝ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۚ وَيَسْفِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلِيلِ
وَالْإِكْرَامِ ۚ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۚ يَتَّبِعُهُ مِنَ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۚ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۝
سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ الْعَقَلِينَ ۚ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۚ يَتَّبِعُهُ
الْجِبْنَ وَالْإِنْسَ إِذَا اسْتَعْتَمُوا أَنْ تُنْفَذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَانْفَذُوا ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤَذِّبُنَّ فِي آيَةِ رَبِّكُمْ
رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۚ يَسْأَلُ عَلَيْكُمُ شَوَاظِمَ آثَارِهِ وَحُمُاسًا فَلَا
تَنصُورُونَ ۚ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۚ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ
فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ ۝

(১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে (১৫) এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে (১৬) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৭) তিনি দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক। (১৮) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (১৯) তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। (২০) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। (২১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২২) উভয় দরিয়া থেকে উৎপন্ন হয় মোতি ও প্রবাল। (২৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৪) দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রণাধীন)। (২৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৬) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। (২৭) একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সন্তা ছাড়া। (২৮) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি সর্বদাই কোননা কোন কাজে রত আছেন। (৩০) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩১) হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (৩২) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদান অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাথে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৪) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিশূলিক ও ধূম্রকল্প তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। (৩৬) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৭) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্তবর্ণ রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে। (৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?

এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগন্ধি। ইবনে য়য়েদ (রহঃ) আয়াতের এই অর্থই বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ থেকে নানা রকমের ও সুগন্ধি এবং সুগন্ধযুক্ত ফুল সৃষ্টি করেছেন। ريحان শব্দটি কোন কোন সময় নির্ধারিত ও রিযিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বলা হয় خرجت لا طلب ريحان الله অর্থাৎ, আমি আল্লাহর রিযিক অনুেষণে বের হলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আয়াতে ريحان এর এ তফসীরই করেছেন।

فَبِأَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تَكْفُرُونَ - আয়াতটি বহুবচন। এর অর্থ অবদান। আয়াতে জিন ও মানবকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আর-রহমানের একাধিক আয়াতে জিনদের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ এখানে انسان বলে সরাসরি মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি আদম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। صَلْصَالٍ এর অর্থ পানি মিশ্রিত শুষ্ক মাটি। فخار এর অর্থ পোড়ামাটি। অর্থাৎ মানুষকে পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ مِنْ تَارٍ - এর অর্থ জিন জাতি। جان এর অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকা।

رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল পারিবর্তিত হয়। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে مشرق অর্থাৎ উদয়াচল এবং مغرب অর্থাৎ অস্তাচল ভিন্ন ভিন্ন জায়গা হয়। আয়াতে সমুদ্রের এই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলকে مشرقين ও مغربين বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ - এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে দেয়া বলে মিঠা ও লোনা দুই দরিয়া বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নথীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নীচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ তাআলার এই অপর শক্তি প্রকাশ করার জন্যেই বলা হয়েছে : مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُمَا بَيْرُزَّرٌ لَّا يَتَّخِذَانِ অর্থাৎ, উভয় দরিয়া পরস্পরে মিলিত হয়; কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আল্লাহর কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরক মিশ্রিত হতে দেয় না।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْزُ وَالسَّيِّدَاتُ - শব্দের অর্থ মোতি এবং مرجان এর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মনিমুক্তা। এতে বৃক্ষের ন্যায় শাখা ময়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয় কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে জাতি ও মনিমুক্তা লোনা সমুদ্র থেকে বের হয়-মিঠা পানি থেকে নয়। আয়াতে উভয় প্রকার পানি থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জওয়াব এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্রেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মিঠা পানির স্রোতধারা

প্রবাহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। মিঠা পানির স্রোত প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্রে পতিত হয় এবং সেখানে থেকেই মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে।

جارية جوارى . وَ لَوَّاهُ الْجَوَارِ الْمُتَشَكِّفِ فِي الْيَمِّ الْكَرِيمِ

এর বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকা বা জাহাজ। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। শব্দটিকে 'نشأ' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উঠু হওয়া অর্থে এখানে নৌকার পাল বুঝানো হয়েছে, যা পতাকার ন্যায় উঠু হয়। আয়াতে নৌকার নির্মাণ-কৌশল এবং সেটি পানির উপর বিচরণ করার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَسْفِي سَوَاحِلَ رَبِّكَ دُورًا وَيَلْوِي أَعْيُنًا

— এর অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত জিন ও মানব আছে, তারা সবাই ধ্বংসশীল। এই সূরায় জিন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, আকাশ ও আকাশস্থিত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসশীল নয়। কেননা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে :

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আল্লাহ তাআলা সত্তা এবং শব্দের 'رَبِّكَ' সম্বোধন সর্বনাশ দ্বারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। এটা সাইয়েদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি বিশেষ সম্মান। প্রশংসার স্থলে কোথাও তাঁকে 'عبد' এবং কোথাও 'رَبِّكَ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, জিন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। অক্ষয় হয়ে থাকবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সত্তা।

ধ্বংসশীল হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এসব বস্তু এখনও সত্তাগতভাবে ধ্বংসশীল। এগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। আরেক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

কোন তফসীরবিদ 'رَبِّكَ' এর তফসীর এরূপ করেছেন যে, সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে একমাত্র সেই বস্তুই স্থায়ী যা আল্লাহ তাআলার দিকে আছে। এতে शामिल আছে আল্লাহ তাআলার সত্তা এবং মানুষের সেই সব কর্ম ও অবস্থা, যা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সারমর্ম এই যে, মানব জিন ও ফেরেশতা যে কাজ আল্লাহর জন্যে করে, সেই কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোন সময় ধ্বংস হবে না।—(মায়হারী, কুরতুবী, রুহুল মা'আনী)

কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় :

مَاعِدَّةُكُمْ يَوْمَ تَمُوتُونَ وَمَاعِدَّةُ اللَّهِ يَوْمَ تَمُوتُونَ — অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা কিছু অর্থ সম্পদ শক্তি-সামর্থ্য, সুখ-কষ্ট অথবা ভালবাসা ও শত্রুতা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, সেগুলো ধ্বংস হবে না।

دُورًا وَيَلْوِي أَعْيُنًا وَيَلْوِي أَعْيُنًا وَيَلْوِي أَعْيُنًا — অর্থাৎ, সেই পালকর্তা মহিমামণ্ডিত এবং মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ যে, প্রকৃতপক্ষে সম্মান বলতে যা

কিছু আছে, এ সবেই যোগ্য একমাত্র তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি মহিমাময় হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত নন যে, অন্যের বিশেষতঃ দরিদ্রের প্রতি ক্রক্ষেপও করবেন না ; বরং তিনি অকল্পনীয় সম্মান ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবেরও সম্মান বর্ধন করেন। তাদেরকে অস্তিত্ব দানের পর নানাবিধ অবদান দ্বারা ভূষিত করেন এবং তাদের প্রার্থনা ও দোয়া শুনেন। পরবর্তী আয়াত এই দ্বিতীয় অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। دُورًا وَيَلْوِي أَعْيُنًا — বাক্যটি আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে যে দোয়াই করা হয়, কবুল হয় তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদে-আহমদের রেওয়াজে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলে দোয়া করো। (কারণ, এটা কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক।)—মায়হারী।

يَسْتَلِمْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ شَيْءٍ حَلِيٍّ فِي الْيَوْمِ

— অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টবস্তু আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং তাঁর কাছেই প্রয়োজনাদি যাক্ষা করে। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের রিমিক, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা সুখ-শান্তি, পরকালে ক্ষমা, রহমত ও জান্নাত প্রার্থনা করে এবং আকাশের অধিবাসীরা যদিও পানাহার করে না ; কিন্তু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপার তারাও মুখাপেক্ষী। 'يَسْتَلِمْ' শব্দটি 'سَلَّمَ' অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের এই যাক্ষা ও প্রার্থনা প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। এর সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তু বিভিন্ন ভূখণ্ডে ও বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কাছে নিজেদের অভাব-অনটন সর্বক্ষণ পেশ করতে থাকে। বলাবাহুল্য, পৃথিবীস্থ ও আকাশস্থ সমগ্র সৃষ্টজীব ও তাদের প্রত্যেকের অসংখ্য অভাব-অনটন আছে। তাও আবার প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি পলে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো এই মহিমাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ ব্যতীত আর কে শুনতে পারে এবং পূর্ণ করতে পারে? তাই 'يَسْتَلِمْ' এর সাথে 'هُوَ فِي شَيْءٍ' ও বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সর্বদা ও সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ শান ও অবস্থা থাকে। কাউকে জীবনদান করেন, কারও মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন। কাউকে লাক্ষিত করেন, কোন সুস্থকে অসুস্থ, কোন অসুস্থকে সুস্থ করেন। কোন বিপদগ্রস্তকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, কোন ব্যথিত ও ত্রুন্দনকারীর মুখে হাসি ফুটান, কোন প্রার্থনাকারীকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন। কারও পাপ মার্জনা করে তাকে জান্নাতের যোগ্য করে দেন। কোন জাতিকে সম্মুন্নত ও ক্ষমতায় আসীন করে দেন এবং কোন জাতিকে অধঃপতিত ও লাক্ষিত করেন দেন। মোটকথা, প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পলে আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ শান থাকে।

سَنُقَرِّبُكَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ — এর দ্বি-বচন। যে

বস্তুর ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত, আরবী ভাষায় তাকে বলা হয়। এখানে মানব ও জিন জাতিদ্বয় বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

يَوْمَ تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ — অর্থাৎ, আমি দু'টি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্থ বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি। এগুলো তোমাদের জন্যে সংপথের দিশারী হয়ে থাকবে। কোন কোন রেওয়াজে 'وَعْتَرْتِي' বলে এবং কোন কোন রেওয়াজে 'وَسْتَيْ' বলে উল্লেখিত বিষয় দু'টি বর্ণিত হচ্ছে। উভয়ের সারমর্ম এক। কেননা, 'وَعْتَرْتِي' বলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বংশগত ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সন্তান-সন্ততি বুঝানো হয়েছে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামও এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর দু'টি বিষয় মুসলমানদের হেদায়াত ও

সংশোধনের উপায় হবে—একটি আল্লাহর কিতাব কোরআন ও অপরটি সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের কর্মপতি। যে হাদীসে সুনুত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার সারমর্ম হচ্ছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর শিক্ষা, যা সাহাবায়ে—কেরামের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে পৌঁছেছে।

মোটকথা ; এই হাদীসে ثقلین বলে দু'টি ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্থ বিষয় বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এই অর্থে দিকে দিয়েই ثقلان বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রাণী বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্থ। سَفَرُ শব্দটি فراغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কর্মমুক্ত হওয়া। অভিধানে فراغ বিপরীত শব্দ হচ্ছে شغل অর্থাৎ, কর্মব্যস্ততা। فراغ শব্দ থেকে দু'টি বিষয় বুঝা যায়—(এক) পূর্বে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা এবং (দুই) এখন সেই কাজ সমাপ্ত করে কর্মমুক্ত হওয়া। উভয় বিষয় সৃষ্টজীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। মানুষ কোন সময় এক কাজে ব্যস্ত থাকে এরপর তা থেকে মুক্ত হয়ে অবসর লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা উভয় বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্যে বাধা হয় না এবং তিনি মানুষের ন্যায় কাজ থেকে অবসর লাভ করেন না।

তাই আয়াতে سَفَرُ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী একথা বলা হয়েছে। কোন কাজের গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্যে বলা হয় : আমি এই কাজের জন্যে অবসর লাভ করেছি ; অর্থাৎ, এখন একাজেই পুরাপুরি মনোনিবেশ করব। কোন কাজে পূর্ণ মনোযোগ ব্যয় করাকে বাক পদ্ধতিতে এভাবে প্রকাশ করা হয় : তার তো এছাড়া কোন কাজ নেই।

এর আগের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্টজীব আল্লাহর কাছে তাদের অভাব-অনটন পেশ করে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করার ব্যাপারে সর্বদাই এক বিশেষ শানে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আবেদন ও আবেদন মঞ্জুর করা সম্পর্কিত সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন কাজ কেবল একটি থাকবে এবং শানও একটি হবে ; অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশ ও ইনছাফ সহকারে ফয়সালা প্রদান।—(রুহুল-মা'আনী)

يَمْعُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ لِنِ اسْتَطْعَمُوا نَسْتَعْدُوا مِنْ أَقْطَارِ

الْمَلُوكِ وَالْأَرْضِ فَانْقَدُوا وَالْأَمْتَقَدُونَ الْإِسْلَامِ

পূর্ববর্তী আয়াতে জিন ও মানবকে ثقلین শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, কিয়ামতের দিন একটিই কাজ হবে ; অর্থাৎ, সকল জিন

ও মানবের কাজকর্ম পরীক্ষা হবে এবং প্রতিটি কাজের প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদান দিবসের উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ থেকে পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর কবল থেকে অথবা কিয়ামতের হিসাব থেকে গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই। এই আয়াতে ثقلان এর পরিবর্তে জিন ও মানবের প্রকাশ্য নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিনকে অগ্রে রাখা হয়েছে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে হলে বিরাট শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন জাতিকে আল্লাহ তাআলা ও ধরনের কাজের শক্তি মানুষের চাইতে বেশী দিয়েছেন। তাই জিনকে অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই : হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মালাকুল-মওতের কবল থেকে গা বাঁচিয়ে যাবে অথবা হাশরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে হিসাব-নিকাশের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে এস, শক্তি পরীক্ষা করে দেখ। যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তবে অতিক্রম করে দেখাও। এটা সহজ কাজ নয়। এর জন্যে অসাধারণ শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন ও মানব কারও এরূপ শক্তি নেই। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করা লক্ষ্য।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمُ شُوَاظٌ مِّنْ نَّوْرِ دُونَ نُورٍ فَكُلُوا وَشَابُوا مِنْهُ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ —হযরত

ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন : ধূম্রবিহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে শূয়াظ এবং অগ্নিবিহীন ধূম্রকুঞ্জকে نحاس বলা হয় এই আয়াতেও জিন ও মানবকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ ছাড়ার কথা বর্ণনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামের অপরাধীদেরকে দুই প্রকার আযাব দেয়া হবে। কোথাও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হবে এবং কোথাও অগ্নিবিহীন ধূম্রকুঞ্জ হবে। কোন কোন তফসীরবিদ ধূম্রবিহীন এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট ধরে নিয়ে এরূপ অর্থ করেছেন যে, হে জিন ও মানব। আকাশের সীমানা অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের নেই। তোমরা যদি এরূপ করতেও চাও, তবে যেদিকেই পালাতে চাইবে, সেদিকেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।—(ইবনে-কাসীর) ॥

فَكُلُوا وَشَابُوا مِنْهُ لَئِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ —এটা انصار থেকে উদ্ভূত। অর্থ কাউকে সাহায্য করে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। অর্থাৎ, আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জিন ও মানবের মধ্যে থেকে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

| |
|---|
| فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ۚ فَيَأْتِي آلَ رَبِّكَمَا |
| تُكَذِّبِينَ ۚ يَعْرِفُونَ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالْأَوَّلَىٰ وَ |
| الْآخِرَىٰ ۚ فَيَأْتِي آلَ رَبِّكَمَا تُكَذِّبِينَ ۚ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ |
| بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۚ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيبِي آلَ رَبِّكَمَا تُكَذِّبِينَ ۚ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۚ فَيَأْتِي آلَ |
| رَبِّكَمَا تُكَذِّبِينَ ۚ ذَوَاتًا أَقْبَانٍ ۚ فَيَأْتِي آلَ رَبِّكَمَا تُكَذِّبِينَ ۚ فَيَمَّا |
| عَيْنِينَ تُجْرَيْنَ ۚ فَيَأْتِي آلَ رَبِّكَمَا تُكَذِّبِينَ ۚ فَيُهْمَرْنَ فِي كُؤُوفِ |
| فَاكِهِةٍ رُوحِينَ ۚ فَيَأْتِي آلَ رَبِّكَمَا تُكَذِّبِينَ ۚ فَيُكَلِّمُنَّ عَلَىٰ عُشْرٍ |
| بَطَائِنَهُنَّ مِمَّنْ اسْتَبْرَأَ وَجَنًّا لَجَّتَيْنِ ۚ دَانَ ۚ فَيَأْتِي آلَ رَبِّكَمَا |
| تُكَذِّبِينَ ۚ فَيُهْنَنَ فُؤُوسَهُنَّ لَمْ يَطْمِئِنَّ ۚ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا |
| جَانٌّ ۚ فَيَأْتِي آلَ رَبِّكَمَا تُكَذِّبِينَ ۚ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۚ |
| فَيَأْتِي آلَ رَبِّكَمَا تُكَذِّبِينَ ۚ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا |
| الْإِحْسَانُ ۚ فَيَأْتِي آلَ رَبِّكَمَا تُكَذِّبِينَ ۚ وَمَنْ دُونَهُمَا |
| جَنَّاتٍ ۚ فَيَأْتِي آلَ رَبِّكَمَا تُكَذِّبِينَ ۚ مُدْمَمَا تَمْتَنَنَّ ۚ |
| فَيَأْتِي آلَ رَبِّكَمَا تُكَذِّبِينَ ۚ فَيُهْمَرْنَ فِي كُؤُوفِ نَضَّاجَتَيْنِ ۚ |

(৩৯) সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন। (৪০) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; অতঃপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। (৪২) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত। (৪৪) তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (৪৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৬) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান। (৪৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। (৪৯) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫০) উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রস্রবন। (৫১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫২) উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। (৫৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে। (৫৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৬) তথায় থাকবে আনতনয়না রমনীগণ, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি। (৫৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৮) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমনীগণ। (৫৯) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬০) সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? (৬১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬২) এই দু'টি ছাড়া আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৪) কালামত ঘন সবুজ। (৬৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৬) তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবন।

— অর্থাৎ, সেদিন কোন

মানব অথবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে কিয়ামতে এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ করেছ কি না? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামায় এবং আল্লাহ তাআলার আদি জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রশ্ন এই হবে যে, তোমরা অমুক গোনাহ কেন করবে? হযরত ইবনে আব্বাস এই তফসীর করেছেন মুজাহিদ বলেন : অপরাধীদের শাস্তিদানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমরা এই গোনাহ করেছ কি না? এর প্রয়োজনই হবে না কেননা, প্রত্যেক গোনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায় ফুটে উঠবে। ফেরেশতাগণ এই চিহ্ন দেখে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেবে। পরবর্তী **يُؤْرَفُ الْمُجْرِمُونَ** আয়াতে এই বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে উপরোক্ত উভয় তফসীরের সারমর্ম এই যে, হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ফয়সালার পর এই ঘটনা ঘটবে। সুতরাং তখন তাদের গোনাহ সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না। তারা তালামত দ্বারা চিহ্নিত হয়েই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত কাতাদাহ বলেন : এটা তখনকার অবস্থা যখন একবার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাবে এবং অপরাধীরা অস্বীকার করবে ও কসম খাবে। তখন তাদের মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নেয়া হবে। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই তিনটি তফসীর কাছাকাছি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

سِيمَا - **يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالْأَوَّلَىٰ وَالْآخِرَىٰ**

শব্দের অর্থ আলামত চিহ্ন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : সেদিন অপরাধীদের আলামত হবে এই যে, তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষু নীলাভ হবে। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিষণ্ণ হবে। এই আলামতের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করবে।

نَوَاصِيءُ শব্দটি এর বহুবচন। অর্থ কপালের চুল। কেশাগ্র ও পা ধরার এক অর্থ এই যে, কারও কেশাগ্র ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে অথবা এক সময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, কেশাগ্র ও পা এক সাথে বেঁধে দেয়া হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের উত্তম প্রতিদান ও অবদান বর্ণনা করা হচ্ছে। তন্মধ্যে জান্নাতীদের প্রথমোক্ত দুই উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দুই উদ্যান ও তাতে সরবরাহকৃত অবদানসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত দুই উদ্যান কাদের জন্যে, একথা **وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ**

আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে, যারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ দেয়ার ভয়ে ভীত থাকে। ফলে তারা কোন পাপকর্মের কাছেও যায় না। বলাবাহুল্য, এ ধরনের লোক বিশেষ নৈকট্যশীলগণই হতে পারে।

শেষোক্ত দুই উদ্যানের অধিকারী কারা হবে, এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, এই দুই উদ্যান প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে।

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ অর্থাৎ, পূর্বোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এই উদ্যানদুয়ের অধিকারী হবে সাধারণ মুমিনগণ, যারা মর্যাদায় নৈকট্যশীলদের চেয়ে কম।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উদ্যানদুয়ের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ আরও অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরোক্ত তফসীরই অগ্রগণ্য মনে হয়। কেননা, দূররে-মনসুরের বরাত দিয়ে বয়ানুল-কোরআনে এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)

وَأَنَّ خَافَ مَقَرِّ رَبِّهِ وَأَمَّا دُونَهُمَا جَنَّاتٌ

তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন :

অর্থাৎ, স্বর্ণনির্মিত দুই উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্যে এবং রৌপ্য নির্মিত দুই উদ্যান সাধারণ সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের জন্যে। এছাড়া 'দূররে-মনসুরে' হযরত বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত আছে — অর্থাৎ, প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের দুই প্রস্রবণ, যাদের সম্পর্কে تَجْرِي تَحْتِهَا وَأَمَّا دُونَهُمَا جَنَّاتٌ তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা, প্রস্রবণ মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্রবণ সম্পর্কে বহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত।

এ হচ্ছে প্রস্রবণ চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যেগুলো জান্নাতীগণ লাভ করবে। এখন আয়াতের ভাষা ও অর্থ দেখুন :

مَقَامِ رَبِّهِ جَنَّاتٌ — অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে مقام رب বলে কয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে হিসাবের জন্যে উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। এই উপস্থিতির ভয় রাখার অর্থ এই যে, জনসমক্ষে ও নির্জনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় এই ধ্যান থাকা যে, আমাকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং ক্রিয়াকর্মের হিসাব দিতে হবে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তির সদাসর্বদা এরূপ ধ্যান থাকবে, সে পাপকর্মের কাছে যাবে না।

কুরতুবী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ مقام رب এর এরূপ তফসীরও করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কথা, কাজ এবং গোপন ও

প্রকাশ্য কর্ম দেখাশুনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর দৃষ্টির সামনে। আল্লাহ তাআলার এই ধ্যানও মানুষকে পাপকর্ম থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

دَوَاتِ الْأَقْطَابِ — এটা প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের বিশেষণ। অর্থাৎ, উদ্যানদুয় ঘন শাখাপল্লববিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যস্বাবী ফল এই যে, এগুলোর ছায়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও বেশী হবে। পরবর্তীতে উল্লেখিত উদ্যানদুয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়ের অভাব বোঝা যায়।

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجِينَ — প্রথমোক্ত উদ্যানদুয়ের বিশেষণে مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার ফল থাকবে। এর বিপরীতে শেষোক্ত উদ্যানদুয়ের বর্ণনায় শুধু فَاكِهَةٍ বলা হয়েছে। — زَوْجِينَ — এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে — শুষ্ক ও আর্দ্র। অথবা সাধারণ স্বাদযুক্ত ও অসাধারণ স্বাদযুক্ত। — (মাযাহারী)

لَا يَدْخُلُ فِيهَا الشَّمْسُ وَلَا الْجَمَلُ طم — শব্দটি একাধিক অর্থ ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ হায়েবের রক্ত। যে নারীর হায়েব হয়, তাকে طم বলা হয়। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও طم বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) যেসব রমণী মানুষের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং যেসব রমণী জিনদের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন জিন স্পর্শ করেনি। (দুই) দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর করে বসে, জান্নাতে এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই।

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ — নৈকট্যশীলদের উদ্যানদুয়ের কিছু বিবরণ পেশ করার পর এরশাদ হয়েছে যে, সৎকর্মের প্রতিদান উত্তম পুরস্কারই হতে পারে, এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। তারা সর্বদা সৎকর্ম পালন করেছে, কাজেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেও তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেয়া উচিত ছিল যা দেয়া হয়েছে।

مِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٌ — ঘন সবুজের কারণে যে কাল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে مِنْ دُونِهِمَا বলা হয়। অর্থাৎ, এই উদ্যানদুয়ের ঘন সবুজতা এদের কালোমত হওয়ার কারণ হবে। প্রথমোক্ত উদ্যানদুয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি বটে, কিন্তু دَوَاتِ الْأَقْطَابِ — বিশেষণে এই বিশেষণও शामिल আছে।